ST. XAVIER'S SCHOOL, PURULIA

CLASS- VII, SUB : BENG. LIT. DATE : 25.05.2020

আজকের পাঠ

পলাশীর যুদ্ধ

লেখকঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- **লেখক পরিচিতি, পাঠের উৎস বই-এর ১২-১৩ পাতাতে দেখ।**

পাঠের মূলভাবঃ- ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তোমাদের এই পাঠ্যটি রচিত হয়েছে। নবাবের বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি- রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মীরজাফর প্রমুখের ষড়যন্ত্রে এবং ইংরেজরা ক্ষমতার মোহে এই ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ায় পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়। এঁরা ইংরেজদের কাছে গোপনে সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে পত্র পাঠান। নিজেদের লাভের সম্ভাবনা বুঝে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক রবার্ট ক্লাইভ তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হন। নবাবের কাছে পত্র পাঠান এবং মুর্শিদাবাদ যাওয়ার কথা বলেন। নবাব এতে অস্থির হয়ে পড়েন এবং কলকাতা যাওয়ার জন্য রওনা হন। কাটোয়াতে উপস্থিত হন এবং সেখানের দুর্গ আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন সকাল থেকেই যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পনেরো হাজার অশ্বারোহী এবং পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। যুদ্ধে মীরজাফর এবং অন্যান্যরা উপস্থিত থাকলেও তাঁরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নি। নবাবের সেনাপতি মীরমদন যুদ্ধে রত ছিলেন। মীরমদন আহত হওয়ায় নবাব মীরজাফরের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সাহায্যের নামে নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ফলস্বরূপ ইংরেজরা অনায়াসেই সেই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। এরপর নবাব তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে ভগবানগোলায় পালিয়ে যান। এইদিকে ক্লাইভ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হিসেবে সম্ভাষণ ও বন্দনা করলেন। শেষে এক ফকিরের মাধ্যমে সিরাজের অনুসন্ধানকারীরা তাঁকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মহম্মদী বেগ নামে এক ব্যক্তির তরবারির আঘাতে নবাবের নিধন হয়।

প্রশ্নাবলী

শব্দার্থঃ- যাবৎ- যতক্ষণ, নিরাপদ- বিপদহীন, কোষাধ্যক্ষ- ধনরক্ষক, পরাক্রান্ত- বীর, কতিপয়- কিছু, সম্মত- রাজি, পরাঙ্মুখ- বিমুখ, অপরিহরণীয়- অনিবার্য, অভিনিবেশপূর্বক- মনোযোগ দিয়ে, অভ্যুদয়- শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি, অবিশ্রান্ত- অনবরত, পঞ্চত্রিংশৎ- ৩৫ সংখ্যক, উষ্ণীষ- মাথার মুকুট। অমাত্যবর্গ- মন্ত্রি গণ, দুরাত্মা- নির্দয়, পাপিষ্ঠ, অধিরূঢ়- সমাসীন।

পদ পরিবর্তন করঃ- উপস্থিতি- উপস্থিত, সমাপ্তি- সমাপ্ত, অবলম্বন- অবলম্বিত, প্রস্তুত- প্রস্তুতি, সম্মত- সম্মতি, প্রেরণ- প্রেরিত, উপকার- উপকৃত।

বিপরীত শব্দঃ- প্রধান- অপ্রধান, বিবেচনা- বিবেচনাহীন, প্রস্থান- আগমন, উপস্থিত- অনুপস্থিত, আত্মধর্ম- পরধর্ম, সমুদয়- স্বীয়, দুর্দান্ত- শিষ্ট, ভদ্রস্থ- অভদ্রস্থ।

● **পলাশীর যুদ্ধে প্রথমদিকে জয়লাভ করা সত্বেও শেষ পর্যন্ত সিরাজের পরাজয় হল কেন ?**

উত্তরঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক রচনায় আমরা ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ইংরেজ সেনাপতি লর্জ ক্লাইভের হাতে পরাজিত হন. কিন্তু এই পরাজয়ের পেছনে ক্লাইভের চাতুর্য বা বীরত্ব যতটা না দায়ী তার থেকে বেশি দায়ী ছিল সিরাজের প্রতি তাঁর অনুগতদের বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন ষড়যন্ত্র। এই কুচক্রীদের সাথে ইংরেজদের চুক্তি হয়। অবশেষে যুদ্ধের দিনে মীরজাফর, রায়দুর্লভ নিরপেক্ষ থেকে দর্শকের ভূমিকায় থাকেন। নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেন মীরমদন।

মীরমদন যখন যুদ্ধে আহত হন তখন নবাব মীরজাফরের কাছে সাহায্য চান। মীরজাফর সাহায্যের নাম করে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় নবাব বাহিনী জয়লাভ করেন কিন্তু মীরজাফর-এর পরামর্শে নবাব যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেন। যুদ্ধ বিরতির সময় ইংরেজরা আকস্মিক আক্রমণ করলে, নবাবের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। সিরাজ কোনোক্রমে রাজধানীতে ফিরে এসে অর্থ বিতরণ করে সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ করেন। এরা অর্থগ্রহণ করে নবাবের সাহায্যের পরিবর্তে আত্মগোপন করে। পরে নিরুপায় হয়ে নবাব স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেন। এইভাবেই সিরাজের পরাজয় হয়।

বাড়ির কাজ

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী **(১ -৭)**

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী। **(১, ২, ৪, ৫)**

৩। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলী। **(৩, ৫)**

****

ST. XAVIER'S SCHOOL, PURULIA

CLASS- VII, SUB : BENG. LANG. DATE : 25.05.2020

অধ্যায়-১ পূর্ণাঙ্গ ব্যঞ্জনসন্ধির সূত্রাবলী ও উদাহরণ

(৭ থেকে ১২ পর্যন্ত সূত্র ও উদাহরণ)

অধ্যায়-২ নত্ব ও ষত্ব বিধানের সাধারণ নিয়ম।

(নত্ব বিধানের ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত সূত্র ও উদাহরণ)

অধ্যায়-১০ পদ পরিবর্তন **(৬৮ পাতা)** উদাসীন থেকে বর্ণিল পর্যন্ত।

অধ্যায়-১১ বিপরীতার্থক শব্দ (৭৩ পাতা) ঘৃণা থেকে শক্ত, গরম পর্যন্ত।

অধ্যায়-১২ এক কথায় প্রকাশ । **(৭৮, ৭৯ পাতা)**

কোকিলের ডাক - কুহু থেকে যা একটু একটু করে ক্ষয় পাচ্ছে- ক্ষয়িষ্ণু. ক্ষীয়মান পর্যন্ত।

অধ্যায় - ১৩ প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ। (৮৩ পাতা)

কুট - দুর্গ, গিরিশৃঙ্গ	থেকে	নিবার- ধান বিশেষ
কূট - কুটিল		নীবার- দূরীকরণ।

প্রবন্ধঃ- (২৫০ শব্দের মধ্যে)

১। সময়ের মূল্য

২। বিদ্যালয় পত্রিকা

৩। জীবন চরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

৪। মৃত্যু বিভীষিকা করোনা।

২। পত্র লেখ। (১২০ শব্দের মধ্যে)

ক) লকডাউন-এর দিনগুলিতে মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে না, বাইরে অযথা ভিড় করছে, মাস্ক ব্যবহার করছে না এই মর্মে তোমার মতামত জানিয়ে তোমার প্রিয় বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।

খ) তোমার বাড়ির পাশে রেশন দোকানটিতে মানুষজন সরকার দ্বারা স্থিরীকৃত পরিমান অনুযায়ী রেশন পাচ্ছে না, এর ফলে সবাইকে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে- এই অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি অভিযোগ পত্র রচনা কর। (পৌরপিতাকে চিঠি লেখার যে ফরমেট শেখানো হয়েছিল সেই ফরমেট-এ লেখা হবে শুধু ঠিকানা পরিবর্তিত হবে।)

সন্ধি বিচ্ছেদ করঃ- উল্লাস, উচ্ছিষ্ট, চলচ্ছক্তি, উদ্ধার, পদ্ধতি, যজ্ঞ, সম্রাজ্ঞী, তুষ্ট, শিষ্ট, ষষ্ঠ, হিংসা, প্রশংসা।

বানানগুলি শুদ্ধ করে লেখঃ- গনেশ, মধ্যাহ্ন, পরাহ্ন, গনিত, পুন্য, নিপুন, বেষ্টণ, রচণা, দুর্ণাম, অঘ্রাণ।

অধ্যায় ১০, ১১, ১২, ১৩ মুখস্থ করে খাতায় অভ্যাস করবে।

****